যুগান্তর

তারিখ ... 04 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ঢাবির আইন বিভাগে ফল জালিয়াতি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ফল জালিয়াতির অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, মেধাক্রমে পছন্দসই শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আনতে নম্বরপত্রে ঘষামাজা করা হচ্ছে। এছাড়া ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব, সেশন জটসহ নানা অভিযোগও রয়েছে বিভাগটির বিরুদ্ধে। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে তারা শিক্ষকদের কাছ থেকে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারেননি। কারণ, যে শিক্ষার্থী কোনো বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেন শিক্ষকরা তার নম্বর কমিয়ে দেন।

বিভাগটির ৩৮তম ব্যাচের স্নাতক চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হয়েছে ছয় মাস আগে। কিন্তু এখন ফল প্রকাশ করা হয়নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ২২ কর্মদিবসে (১ মাস) ফল ঘোষণা করার কথা। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ফলাফল বিলম্বের অন্যতম কারণ— চূড়ান্ত পরীক্ষার টেবুলেশন সিটে নম্বর জালিয়াতি। বিভাগে মেধাক্রমে প্রথম দিকে থাকা শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে দিয়ে পছন্দসই শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আনতেই তা করা হচ্ছে। যাতে শিক্ষক নিয়োগের দৌড়ে পছন্দের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে থাকতে পারে। শিক্ষার্থীরা বলছেন, সমস্যাটি নিয়ে তারা ভিসি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে গেলেও কোনো ব্যবস্থা তারা নেয়নি।

ফল প্রকাশে দেরির কারণে শিক্ষার্থীরা মাস্টার্সে ভর্তির ক্ষেত্রে বিষয় পছন্দ করতে পারছেন না। চাকরির পরীক্ষাতেও অংশ নিতে পারছেন না। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করারও সুযোগ হারাতে হচ্ছে তাদের। এছাড়া আইন পেশায় যাওয়ার জন্য বার কাউন্সিলে ইন্টিমেশন (শিক্ষানবিশকাল) জমা দিতে না পারায় ওই পেশায় যোগদানে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে তাদের।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও আইন বিভাগের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দীন খান জানান, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত চলছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বাহালুল হক চৌধুরী এ বিষয়ে কথা বলতে অপরাগতা জানান।